

অমৃতাসুখি গুহের বিজ্ঞাপন।

পরম পরম্পর সর্বস্তম্ভ সর্বব্যাপি সর্বসুখী গুহের
কক্ষম চর। চর। দির মূলধার জগত্তাত্ত জগদীশ্বর চর।
শর। ১০৮ সর্ব কবি কাব্য রসাদ্বাদনে নিজের মহানন্দ
নিগের প্রতি নিবেদন।

অমৃতেশ সভা ভদ্র নব বিশিষ্ট নিটানুষ্ঠি
জন সমূহ সঙ্গদায় সঙ্গদায়িক মতে অনিরত বহুবিধ
গাথাহীরে অমৃত ও কষ্টের। নকুল। শৌভ্র সুখী। কন-
নাথে সংস্কৃত শৌকে উদাহরণ প্রদান করেন যদ্বিবল
সর্বসমীপে কষ্টের। নিবিত আছে।

অধুনা অমৃত সুন্দরগের আদেশ ও উপদেশায়
সারে তৎপ্রমাণার্থে অমৃত সঙ্গ দিষ্টে অকলম
ওল্লহ কদম্বের জীবনে রসিকের রসাদ্বাদনের জন্য ধর্ম
কনের আভাসে এই অমৃতাসুখি গ্রন্থ সংগৃহীত করিলাম।
অতএব প্রার্থিত এই যে এতদেশীয় পরম যাম্যক
বিদ্যাৎসাহি গুণ গ্রাহিগণ অনুগ্রহ প্রকাশে উক্ত গ্রন্থ
গ্রহণ করিয়া সম অম সফল করত বিচরাণিত করিবেন।
কিম্বচিক নিবেদনমিতি।

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়
সং ১৯৩৫

মঙ্গলাচরণ ।

পর্যায় ।

ত্রিভুগৎ সৃজন করিয়া যেই জন ।
ত্রিলোকের জীবগণে করেন পালন ॥
ত্রিগুণাতীত যে জন গুণের আভার ।
ত্রিভুবনোপরি চিহ্ন যার সমভার ॥
ত্রিলোকেশ ত্রিপৎ যদীর আচ্ছাদকারি ।
ত্রিকালজ যেই জন অজ্ঞ হিতকারী ॥
ত্রিযামকে যদি সদা করেন পীড়ন ।
ত্রিযামাতে যিনি জীবে করেন রক্ষণ ॥
ত্রিধামা ত্রিহানিম জনন কারণ ॥
ত্রিবিক্রমোপাধি যার স্থিতি ক্ষয়ভার ।
ত্রিপুর দহন নামে করেন সংহার ॥
ত্রিসংসার মূলধার পীতাম্বর নাম ।
ত্রিদশালয়েতে যার অবস্থিত ধাম ॥
ত্রিদশাহার লাল তদীয় ভজন ।
ত্রিভাপের* ত্রাপাথে কর অনুক্ষণ ॥

মনপ্রতি উপদেশ ।

লক্ষ্য পর্যায় ।

অ-বিরত মন ভজ সেই জনে ।
মৃ-ধা ভ্রমে সদা ভ্রম কি কারণে ॥
ত-দপদ সার করি অনিবার ।
লা-ভ কর মুখ সংসার মাঝার ॥

আধি দৈবিক, আধি ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক

ল-য় ভয় লয় হয় যে নামেতে ।
 মুহূর্তকে তা না ভুল কোন মতে ॥
 খো-পাল থাকহ সেই জন পাশে ।
 পা-রত্রিকে মুক্তি পাবে অনায়াসে ॥
 ধা-নে জ্ঞানে মনে সময়ে মপনে ।
 য* : অনিরত মন ভজ সেই জনে ॥

ঈশ্বরের কৃপা আর্থনা ।

ভোটিক ।

জগন্মনন জগত জীবন হে ।
 গজজ্ঞান জননাদি কারণ হে ॥
 জগত্কারক পালক নাশক হে ।
 ভগদীশ্বর সর্ব মূলধর হে ॥
 এ দামে দয়াময় দয়া কর হে ।
 জ্ঞান প্রদান কর জ্ঞানধার হে ॥
 অতি অজ্ঞ পামরাগুতলাল হে ।
 ইয়ে মুগ্ধ অপার মহিমা মোহে ॥
 অমৃতাসুধি নামক গ্রন্থ করে ।
 ডাকে তোমার পথ দেখাইবারে ॥
 ইহা পাঠ করি যেন সর্বজনে ।
 না করেনা বিচার গুণ গ্রহণে ॥
 যেন পাঠক মুগ্ধলি হংসের প্রায় ।
 এই গ্রন্থের নীর ভাজি ক্ষীর খায় ॥

* য স্থানে ব্যাকরণ বিরুদ্ধেও লক্ষ্যার্থে এই লিখিত
 হইল ।

উপক্রমণিকা ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

অস্বদেশীয়গণে, * অনারত অস্ত্র মনে,

মৃধা অধ্যাহারে অবিরত ।

অধ্যস্ত বর্ণনায়, সৰ্বজন সৰ্বদায়,

করেন অধ্যোষনা বহু মত ॥

জ্ঞানানুকূলে হয়ে সবে, স্বীয় ধীর অনুপূবে,

করেন অপদেশ অপচিতি † ।

না ভাবিয়া অস্ত্রকালে, অপদর্গ না পাইলে,

ঘটিবে অসংখ্য অপচিতি ॥

ত্যাগ করি নিত্য ক্রিয়া, উইলমনের দর্গে গিয়া,

সুধাপান করণ অনুর ।

অতিভূম হৃষ্ট মনে, নানা শাস্ত্রের রচনে,

করেন ধর্মের অত্যাচার ॥

কেহ হয়ে অতিপার, ‡ অতিবেল অনপার,

উপর করেন অধ্যোষনা ।

কেহ পুরাণের মত, করেনাবিস সতত,

কেহ বলে সার এক জনা ॥

এতদ্রূপ অধ্যাহারে, স্থির না করিতে পেরে,

হয় দন্দু ডাড়ি বারন্দরে ।

ডাড়ির উপাধি যদু, বারন্দরের নাম যদু,

পরস্পরে ধর্মতর্ক করে ॥

* এই ক্ষণের নব্য দল ।

† সকলেই ধর্মমত বর্জিত ইইয়াও লৌকিক পূজা করেন ।

‡ উদাশীন নাস্তিক ।

অশাদৌ ধর্মতর্ক প্রসঙ্গেনানয়োঃ পরিচয় গুণিঃ ।

অস্যার্থ ।

অর্থ ধর্মতর্ক প্রসঙ্গ দ্বারা অশাদে উভয়ের পরিচয়ের গুণিঃ
মধুসূদন । ডাডি হাড়ি বিবাহেরেৎ ।

অস্যার্থঃ । জগন্মণ্ডল মধ্যে যত ডাডিগণ ।
নিকৃষ্ট হাড়ির প্রায় করেন আচরণ ॥

অস্য প্রত্যুত্তরোয়ং । ইহার উত্তর ।

যদুনাথ । তত্ত্বং সত্যম্ । তাইই সত্য ।

অন্যত্রু । অস্য শ্লোকাক্রমাদৌ দ্বৌ পদৌচ্যতে ।
যথা । বাহ্যে শূকরাঃ সর্পে বিষ্ঠাং খাদন্তি ভূতলে ।

তেহাং সংরক্ষণার্থায় ডাডি হাড়ি বিবাহেরেৎ
অস্যার্থঃ । কহিয়াছ অবিতথ কহিহে স্বীকার ।

কিন্তু ভুলিয়াছ দুই পদ পূঙ্গকার ॥

বারংবার বরাহযুথের আচরণ ।

করে ভূমণ্ডলে সদা বিষ্ঠাদি ভক্ষণ ॥

স্বদীয় রক্ষার তরে যত ডাডিগণ ।

নিকৃষ্ট হাড়ির প্রায় করেন আচরণ ॥

ম । অর্থ মধুসূদনে নোক্তং কি মনশ্চকেন জাতি
গুণি বিষয়তর্কেনেতি ।

অস্যার্থ ।

কহেন মধুসূদন যথা কি কারণ ।

জাতি বিষয়ক তর্ক কর অকারণ ॥

আয়তি বহু ফলকং অপবর্গস্যৈক কারণং ধর্ম
তত্ত্বং জানাসিচেষদ । মচেন্নোনীভব ।

অসার্থ ।

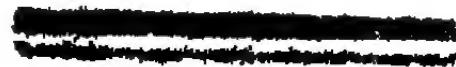
ভবিষ্যতের বহু ফল প্রদায়ক ।
যোক্তের আদি কারণ ধর্ম বিষয়ক ॥
জানহ যদ্যপি তত্ত্ব কর আবিষ্কার ।
ইও ক্ষান্ত নতুবা করিতে অধ্যাহার ॥



ষ । অথ তদ্বচসা কপিভেন যদুনাথেনোক্তং ।
ত্বয়াজ্জায়তেচেদধুনা কথ্যতাং । কেমেনোদলে
পনেন ॥

অসার্থ ।

বলে যদুনাথ শুনি তদীয় বচন ।
জান যদি ধর্ম তত্ত্ব করহ রচন ॥
তাঁহাতে গর্কের অছে কিবা প্রয়োজন ।
অল্প বিদ্যাতেই হয় অনক্ষ নয়ন ॥



অথ তৎসর্বং প্রত্নাকশ্চিদাগন্তুকো ইবদং ।
ধিঙ্ণুৎ । কি মনেন গৃপ্তা তর্কেন । প্রযতাং
তাবৎ ।

পয়ার ।

এতদ্রূপ উভয়েতে মৃগা বন্ধ করে ।
করি পরিচয়াদির গুণি পরহরে ॥
অতিপর নামে আগন্তুক আগমন ।
করিয়া শ্রবণ করি সর্ব বিবরণ ॥
জিজ্ঞাসা করেন দোহে মূঢ় মনোমানে ।
কি নিমিত্ত অধ্যাহার কর অকারণে ॥
মনোযোগী হয়ে কর মর্কটের শ্রবণ ।
বিবরণী বলিতেছি সর্ব বিবরণ ॥

অথ অমৃতাসুধি গ্রন্থারম্ভ ।



১ । বিদ্যয়া তপসা বাপি দানেন বিনয়েনচ
পুণ্ড্র যশমিতোয়েচ নরাণাং পূণ্য লক্ষণং ॥
লঘু ত্রিপদী ।

কেন অকারণ, ধৰ্ম্ম বিবরণ, না জানি করহু বন্দু ।
বলি বিবরিয়া, শুনে মন দিয়া, নাশ কর মন মন্দ ।
শাস্ত্রের লিখন, ধৰ্ম্ম বিবরণ, করহু মন অবন ।
মনস্থির করি, বন্দু পরিহরি, অন্ধিগে মুক্তি কারণ ।

আদৌ ধৰ্ম্মার্থ ।

বেদ প্রণিহিতো ধৰ্ম্ম সুধৰ্ম্ম সুব্রহ্মপৰ্য্যায়ঃ । পুরাণঃ
অসমার্থ ।

বেদের বিশান ধৰ্ম্ম জানিহু নিশ্চয় ।
এমতে বেদ বচন ধৰ্ম্ম সমুদয় ॥

ঐবদিক মতের আছে দশবিধ ধৰ্ম্ম । *
সকল ধৰ্ম্মেতে এক) হয় যার মম ॥
হিন্দু জাতি যায় দশ ধৰ্ম্ম বলে মানে ।
দশ আঙা বলে পূজ্য করে তা খীক্টানে ॥

* সত্য, অস্তুয়, অক্রোধ, হ্রী, শৌচ, ধী, ধৃতি, দম,
সংযতেশ্রিয় এবং বিদ্যা । যথা মনু ।

ধৃতি ক্রমা দমোহস্তুয়ঃ শৌচ মিল্লিয় নিগ্রহঃ ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধ দশকং ধৰ্ম্ম লক্ষণং ॥

(৮)

এই দশবিধ ধর্ম যে করে পা লন ।
মন তাঁর মর্মেব ধর্মের - রূপ ॥
উদ্ভাভে মনু বচন করহ শ্রবণ ।
যদি তেঁহি বিবরিয়া করহ শ্রবণ ॥
যথা মনু : দশ লক্ষ লোক ধর্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযুক্ততঃ ।
দশ লক্ষ লোক ধর্ম মনু তিষ্ঠেন সমাধিতঃ ।
বেদান্তঃ বিধিবদ্ভূত্বা প্রাপ্নোতি পরমং গতিম্ ।
অসার্থঃ ঐ দশবিধ ধর্ম যত্নেব সঞ্চিতঃ ।
সেবা করিবেক অবিরত নিয়মিত
ঐ দশ ধর্মের সম্যক অনুষ্ঠানে ।
তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে যুক্তি লাভ হয় পরে

মানব কলাপের উদ্দেশ্য মঙ্গলকর হয় ।
দশ ভেদে নাহি হয় বন্ধক উদয়
যথা মনু : অহিংসা সত্য অস্তুয় ইতি চারিধর্মঃ সর্বদা
এতৎ সামান্যিকং ধর্মঃ চাতুর্ক্যেনৈব দুর্দামানুঃ ।
অসার্থঃ অহিংসা সত্য অস্তুয় ইতি য় নিগদ্য ।
শোচ্যং দশলক্ষৈশ্চ ধর্ম সর্বৈ মঙ্গলকর ॥

অতএব দশবিধ ধর্ম বিবরণ ।
কহিতেছি বিবরিয়া করহ শ্রবণ ॥

প্রথম সত্য ।

সত্যের সেবক হও সদা সর্বদক্ষ ।
সত্যেতে করহ সর্বদক্ষক সমাধি ॥
সত্য রূপ কল্পতরু মূল কর সার ।
সত্য দিনে এ সংসারে নাহি পারাপার ॥

(৯)

সত্যের মহিমা হিন্দু যবন খ্রীষ্টান ।
সর্বত্র সমভাবে করেন সম্মান ॥
সত্য বাক্যে অবিরত হয় বাক্য পবিত্র ।
অধিকান্ত কার সঙ্গে না হয় অমিত্র ॥
বিশ্বাস সত্যের এক প্রিয় অনুচর ।
সকল সাধারণ প্রিয় সত্যের কিস্কর ॥
মিথ্যাবাদি জনে কেহ বিশ্বাস না করে ।
অতএব তার মৃতি বিধেয় মন্তরে ॥
যত মিথ্যাবাদি প্রতারক ধ্বংসন ।
সত্যের প্রকাশে মিথ্যা করেন গোপন ।
সত্য সত্যের দাস নশ্বাহীন হয় ।
ভয়ঙ্কর মহাকালে নাহি করে ভয় ॥
অন্যতু । সত্যং বয়াৎপ্রিয়ং বয়াৎ ন বুয়াৎ সত্যমিপ্রিয়ং ।
অপ্রিয়ঞ্চ । হিতৈষ্যেব প্রিয়ায়াপি হিতং বদেৎ ॥
অসত্যং । কহিনেক সত্য নানি কহিবেক প্রিয় ।
সত্য হইলেও নাহি কহিবেক অপ্রিয় ॥
অপ্রিয়াহিত জ্ঞান হইলেও প্রিয় জনে ।
কহিবেক হিতৈষী বাক্য অনুকণে ॥
যমক পয়ার ।
কর সত্য ধর্ম সার, কর সত্য ধর্ম সার ।
সত্য ধর্ম শুনে অস্তে পাইবে নিস্তার ॥
কহিতেছি সত্য, কহিতেছি সত্য ।
সত্যই পরমার্থ উৎকৃষ্ট পদার্থ ॥
সত্য মর্ম ধর্ম সার, সত্য মর্ম ধর্ম সার ।
সত্য দিনে ভর পাবের নাহি পারাপার ॥
সত্য যারে পরাঙ্মুখ, সত্য যারে পরাঙ্মুখ ।
ঐহিক পারত্রিকে তার নাহি হয় সুখ ॥

অতএব দিয়া মন, অতএব দিয়া মন ।

সতোর সেবনে রত হও অনুক্ষণ ॥

তৎ প্রমাণ ।

পূর্বে রাঘবপুর গ্রামে, পূর্বে রাঘবপুর গ্রামে ।

দেওয়ান অমদা প্রসাদ সবিস্কাত নামে ॥

ছিলেন এক দ্বিজবর, ছিলেন এক দ্বিজবর ।

বন্ধমান জেলার দেওয়ান সত্যচর ॥

যাঁর গুণের মহিমা, যাঁর গুণের মহিমা ।

দর্শনা দ্বয়ঃ নায়ে করিতে বর্ণিমা ॥

অতএব সেই জন্য, অতএব সেই জন্য ।

সর্ব সমীপেতে তিনি হয়েছেন ধন্য ॥

দ্বিতীয় অস্ত্যয়ঃ ।

অন্যায়েন পরধনা পরহরণঃ স্তেয়াঃ তদ্বিত্বম্ অস্ত্যয়মিতি

অসার্থ্যঃ । অন্যায় রূপেতে পরধনা পরহরণ ।

স্ত্যার্থ্য তদাভাব অস্ত্যয় সম্মগণ ॥

পরাক্রম ক্রমে পর ভূমাদি হরণ ।

ডাকাইতী বাটপাড়া হরণ করণ ॥

মিথ্যা সাক্ষ্য কৃত্তিম্ পরদারাদি গমন ।

অনুচর হয়ে স্বানির অব্যাদি গ্রহণ ॥

ইত্যাদি স্ত্যেয় অর্থ আছয়ে বর্ণন ।

তথাচ শ্রবণ কর স্মৃতির বচন ॥

যথা । সমক্ষে বা পরোক্ষে বা নিশায়াঃ যদিবা দিবা ।

যৎ পরদ্রব্য হরণঃ তৎস্ত্যয় মিতি কথ্যতে ॥

অসার্থ্যঃ । সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাতে দিবা বা নিশিতে ।

পরধন গ্রহণে চুরি হইবে কহিতে ॥

ক্ষেয় দশাবলম্বি যেই জন হন ।
 সকলেতে সেই জনে করেন পীড়ন ॥
 লোক নিন্দা অপযশ লজ্জা অবিগ্রাস ।
 রাজদণ্ড তাড়নাদির হন সদা দাস ॥
 ক্ষেয়মূললোভ করে কামে উপস্থিত ।
 যে কামে ঘটায় অবিরত অত্যাহিত ॥
 যজ্ঞপ কামে কামন। বামন। দুখায় ।
 রতি কামে তজ্ঞপ বিরাজমান হয় ॥
 নিরখিলে কামের কিঞ্চিৎ পরাভাব ।
 তদ সহচর ক্রোধের হয় প্রাদুর্ভাব ॥
 কাম এক। নহে সঙ্গে আছে দশ জন ।
 এক এক ধিক্কার যার। এক জন ॥

যথা মনঃ । যগয়াচ্ছোদিতা স্বপ্নঃ পারিবাৎ । দ্বিষোহনঃ ।
 ত্রেয়াত্রিকং বৃথাট্যা ত কানজে দশকোণঃ ॥
 অস্যাথ যগয়া মৎস্যাদি পশু পক্ষির নিধন ।
 পামাদি জগীড়ায় অবিরত মলাপণ ॥
 অনারত অন্য জন দোষের কণন ।
 স্ত্রী সম্বোগে অতি ভূগ উন্মত্ত হওন ॥
 প্রমত্ত হওন মুরাপানের কারণে ।
 অযুক্তি ব্যাসক্তি নৃত্য গীত বাদিত্র মনে ॥
 অকারণে স্থানান্তর ভ্রমণ করণ ।
 ইত্যাদিতে প্রায় করে স্বামীর নিধন ॥
 প্রবৃত্ত করায় তাহে কখন কখন ।
 করিবারে অন্য জনাশীত অনুষণ ॥

তৃতীয় অঙ্গোধ্যঃ ।

ক্রোধশ্চিত্ত বিকারঃ তদ্বিপরীতোহক্রোধ ইতি ।

ক্রোধোদয় হইবা মাত্র জ্ঞান নষ্ট করে ।
 ঘটায় অন্যের দুঃখ দীর্ঘ দুঃখান্তরে ।
 ক্রোধ হতে উৎপত্তি হয় সে হিংসার ।
 নিবৃত্তি না করে বৃদ্ধি করে পুনরার ॥
 প্রতি হিংসাথে হয় দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত ।
 বাহাতে ঘটিতে পারে মহা অত্যাচার ॥
 ক্রোধ হতে হয় সচা হিংসার উদয় ।
 হিংসা দুষ্কি ব্যতিরেকে ক্রোধ নাহি হয় ।
 অতএব অহিংসাই হয় মহা ধর্ম ।
 তথাচ শুনহ মহাভারতের মর্ম ॥

অহিংসা লক্ষণোৎসর্গো হিংসার ধর্মলক্ষণেতি ।

চতুর্থ শ্লোকঃ ।

লজ্জার ।

লজ্জার মহিমা গণ করহ অবশ্য ।
 লজ্জাতেই শুভকর্ম করে জীবগণ ॥
 উন্মাদ মধ্যেতে গণ্য লজ্জাহীন জন ।
 তার ক্রিয়ানীতির বিরুদ্ধ আচরণ ॥
 লজ্জাহীনে প্রিয়জ্ঞান না করে সজ্জনে ।
 বিরতি হয় তদসঙ্গে বাক্য আলাপনে ॥
 লজ্জাহীন ব্যক্তি কভু সুসভ্য না হয় ।
 অসম্ভব তার ব্যবহার সমুদয় ॥
 যে প্রদেশে সমুদয় প্রতিবাসিগণ ।
 নির্লজ্জ কর্মেতে রত হয় অনুক্ষণ ॥
 কোন কুর্মেয়র তথা না হয় ঘটন ।
 লজ্জা অপযশ ভয় না থাকে যখন ॥

কুকর্ম্মমতি বাধক লজ্জার বিহীনে ।
 হয় মহাপাপী দূরাচার মর্ক জনে ॥
 নির্দয় নির্লজ্জ রূপে মঞ্চর যে করে ।
 হয় ব্যায় অকারণে সেধন মন্তুরে ॥
 অযুক্ত কুকার্য্য করি লজ্জিত থাকন ।
 লজ্জার তাৎপর্য্যার্থনহে কদাচন ॥
 লজ্জিত হইতে হয় করিলে যে ক্রিয়া ।
 রাজসভা সাধুজন সমীপেতে গিয়া ॥
 মান হানি হইতে পারে করিলে যে কর্ম্ম ।
 তাহাতে বিরতি থাকা লজ্জা শব্দ মর্ম্ম ॥
 বাল্যকালাবধি বিদ্যাভ্যাস না করিয়া ।
 অশেষ বিদ্যা সমাগমে লজ্জিত হইয়া ॥
 বিদ্যান ব্যক্তির অপমান করে যেই ।
 শ্রীয লজ্জা বিহীনতাগ্ৰ করে সেই ॥

পঞ্চপদী । অবশেষে লজ্জা ধর্ম্ম, তদানুযায়ী কর্ম্ম,
 করিলে না হয় শর্ম্ম, জানিহ বিশেষ মর্ম্ম, নাহি কর
 বিক্রম আচার । অপার সংসারার্ণবে, চির সুখাদি উদ্ভবে,
 যদি লজ্জা ধর্ম্ম হবে, পালন করেন তবে, হইবেন সুখি
 অনিন্দার ॥

পঞ্চম শ্লোক ।

পয়ার । শোধন ও পবিত্রতা শৌচ তাৎপর্য্যার্থ ।
 শৌচ ধর্ম্ম গুণে জনে পান পরমার্থ ॥ অতএব যার বাক্য
 কায় মন ধন । শুদ্ধ থাকে সেই জন শৌচ পরায়ণ ॥
 জীবন দ্বারায় দেহ মলাপকর্ষণ । নিয়মিত পরিষ্কার
 করণ বদন ॥ অপ্রয়োজনীয় লোমমু নিরাকরণ । বস্ত্র

লয়া পরিষ্কার করা অনুষ্ঠান ॥ পরিষ্কৃত শ্রব্যাংগি ব্যব-
হার করণ । সুপকু সুস্বাদু সামগ্রীর গ্রহণ ॥ এই সমুদয়ে
সদা কাম শুদ্ধ হয় । যথাহ চানক্য কামা শুদ্ধি তত্ত্ব কয় ॥

কুদেশঞ্চ কুব্ধিঞ্চ কুভার্যাং কুনদাং তথা ।

কুদ্রব্যঞ্চ কুভোজ্যঞ্চ বজ্রয়েচ্চ বিচক্ষণ ॥



সত্যের ব্যক্তার্থে সুশ্রাব্য শব্দগণ । বিবেচনা করিয়া
সদা কথোপ কথন ॥ কটুক্তিও পরদোষথাগনে বিরতি ।
বাক্য টুতার এই প্রধান প্রকৃতি ॥ মন শুদ্ধি সর্ব শুদ্ধির
প্রধান কারণ । ক্রোশাদি বিরতি যায় হয় প্রয়োজন ॥
মন শুদ্ধি শুণে হয় জ্ঞানের উদয় । মন শুদ্ধি নিনা সর্ব
ক্রিয়া বৃথা হয় ॥ মন শুদ্ধি হয় মহা শুদ্ধি মহা পূণ্য ।
অন্তে অপবর্গ মূলভার অশ্রুগণা ॥ অন্যায় রহিত ন্যায়ের
পাশু বিত্ত হলে । ধর্ম কাম ব্যবহার শুদ্ধ রূপে চলে ॥
ঐহিক পারত্রিক শুভ হয় শোচ শুণে । অপবিত্র লোক
দূণা করে সর্ব জনে ॥ অযুক্ত মাদকাদির সেবনে সদায় ।
শোচ ধর্ম পালনের বাঁধাত জন্মায় ॥

সর্ব ধীঃ ।

পদার্থের প্রকৃত অবস্থা জানিবারে । হয় বুদ্ধি
প্রয়োজন যথার্থ বিচারে ॥ দোষাক্রান্ত বুদ্ধিকেই বলে
দুর্ভে বুদ্ধি । বাহার হ্রাসেতে হয় সম্বুদ্ধির বুদ্ধি ॥ বহু
কারনেতে বুদ্ধির উন্নতি হয় । যথা গ্রন্থ পাঠে হয় জ্ঞানের
উদয় ॥ বহুদর্শী জ্ঞানবান প্রাক্ত উপদেশ । গ্রহণে
উন্নতি হয় ধীশক্তির অশেষ ॥ ধ্যানে মননে ভজনে হয়
জ্ঞান বুদ্ধি । ইত্যাদিতে হয় পরিণেবে বুদ্ধি শুদ্ধি ॥

অনুচিত লজ্জা হয় ধীর ইচ্ছারক। হৃদয় দমন প্রথমত
 আবশ্যক ॥ অপমানাশঙ্কা দ্বীয় অজ্ঞতা প্রকাশে।
 অলম্যাদি বুদ্ধি নষ্ট করে অনায়াসে ॥ শিক্ষা যোগ্য
 বিষয় হইলে উপস্থিত। কাম আশা করি নাহি হওন
 অপ্রীত ॥ কিংক্ষণতার এই বিশেষ লক্ষণ। ইহার স্থানে
 না হয় বিদ্যা উপার্জন ॥ পণ্ডিতাভিমান সর্বাপেক্ষা
 উদ্যানক। অজ্ঞ হয়ে মনে ভাবা বিজ্ঞ বিচারক ॥ ইচ্ছা-
 তেই হয় বুদ্ধিশুদ্ধি লোপাপত্তি। পরিশেষে হয় মতা
 বিপরীতোৎপত্তি ॥ অতএব বিচারেতে বুদ্ধির দ্বারা য।
 চিত্তাচীত কার্য জীবে জানিবারে পায় ॥

সম্বন্ধ প্রতিঃ।

যে কোন অপ্রিয় দুঃখজনক ঘটন। হইনালে ক্রমা
 ক্রমে ধৈর্য্যাবলম্বন ॥ করিয়া তাদৃশ দুঃখ সহ্যতা করণ।
 প্রতি ধর্ম্ম তাৎপর্য্যার্থ করি শ্রবণ ॥ প্রতি দিন অষ্টমুখ্য
 ব্রাহ্মি মোহ শোক। অবস্থায় হয় জ্ঞান সাচ্ছন্দ্যনাশক ॥
 ত্রিতাপের অধীনস্থ ইন সর্ব জন। যৎদিবসে গণ করি
 শ্রবণ ॥ শীত গ্রীষ্ম রৌদ্র বৃষ্টি বজ্র বায়ু বনে। ঘটে যেই
 দুঃখ তাহে আশির্দৈবিক বলে ॥ কাঁট সর্প বাঘ দস্যু
 ভূপতির বলে। ঘটে যেই দুঃখ তাহে অস্মিতৌতিক
 বলে ॥ রোগ শোক ঘটিত দুঃখ আধ্যাত্মিক বলে।
 সর্ব জীব অধীনস্থ হয় যার বলে ॥ সাক্ষ বা অসাক্ষ ভাবে
 সর্ব জীবগণে। ইহবে সহিতে সেই দুঃখ অনুকরণে ॥

অষ্টম দমঃ।

নানা শাস্ত্র দিগদর্শন পরীক্ষা প্রসঙ্গে। হয় বশীভূত
 মন থেকে সাধু সঙ্গে ॥ মন দমনেতে হয় রিপূর দমন।

সকল দোষাভীত পরে হয় সেই মন ॥ যেই দম শুনে হয়
 রিপু দমন। ততোধিক উৎকৃষ্ট ধর্ম না হয় দর্শন ॥
 ধর্মপথে প্রবেশের আছে ছয় দ্বার। ছয় সিংহ রূপ
 রিপু প্রহরি তাহার ॥ কাম রিপু প্রথম দ্বারের দ্বারবান।
 যারে পরাজয়ে লাভ মহৎ সম্মান ॥ দ্বিতীয় দ্বারের
 প্রহরির নাম ক্রোধ। যারে পরাজয়ে ঘটে বিষম
 বিরোধ ॥ তৃতীয় দ্বারেতে লোভ দরিদ্র রক্ষক। ধর্ম
 পথ শ্রান্ত পথিকের হস্তারক ॥ পরিত্রাণ পেয়ে কাম
 ক্রোধের নিকট। গণেন পথিক লোভে প্রমাদ শঙ্কট
 ত্যাগ করি নিত্য ক্রিয়া জপ তপ মান। অথমা পুরুষ
 দাস করেন প্রমাণ ॥ চতুর্থ দ্বারেতে মোহ প্রহরি সদায়।
 যারে পরাজয় করা পথিকের দায় ॥ তদকৃতানয়ে যেই
 পড়ে এক বার। নয়ন নীরেতে সেই ভাসে অনিবার ॥
 মায়াবিশ সংসারেতে মুগ্ধ হয়ে যায়। ঘটায় আপন মৃত্যু
 তদুদায় প্রায় ॥ অন্তে মদ মাংশর্যে হেরিয়। প্রহরি
 ধর্মপথ হইতে পান্থ করেন প্রহরি ॥ অতএব দমন
 করিতে এই ছয়ে। প্রমাদ গণেন সবে সকল সময়ে ॥”

নয়ন সংযতেক্রিয়তা।

পয়ার।

নয়ন রমনা যান কর আর চর্ম। এই পঞ্চ সংখ্যা হয়
 জ্ঞানেক্রিয় মর্ম ॥ গুহ্য বাক্য উপস্থ হস্ত পা দাদিগণ।
 কল্পেক্রিয় জানিহ এই পঞ্চ জন ॥ এমতে সম্যক রূপে
 সতর্ক হওন। ইক্রিয় দমন পক্ষে হয় প্রয়োজন ॥ রমনায়
 ঈশ্বরের গুণের কীর্তন। করণে সদা সেই নাম শ্রবণ করণ ॥
 নয়নেতে ঈশ্বরের কর্ম দর্শন। হস্তে প্রতি দিন দিনের
 ঈদন্যতা ঘোচন ॥ বচনেতে সেই নামোচ্চারণ অনুক্ষণ য

চরণের সহায়েতে তীর্থ পর্য্যটন ॥ নাসিকায় শৈশব-
নিলে জীবন ধারণ ॥ ইত্যাদিতে হয় সদা ইচ্ছিয় দমন ॥

দশম বিদ্যা ।

বিদ্যা পদার্থই সর্ব পদার্থের মূল ॥ এই ভুল শুন
যেন নাহি হয় ভুল ॥ বিদ্যাপেক্ষা নাহি আর অমূল্য
রতন ॥ শ্রবণ করহ যথা চাণক্য বচন ॥

যথা ॥ জ্ঞাতিভির্বট্টনৈনৈব চৌরেণাপিননীযতে ।

দানেনৈবক্রয়ঃ জ্ঞাতি বিদ্যারতঃ অষ্টাধনঃ ॥

জ্ঞাতির বিভাগে বিদ্যার অংশ নাহি হয় ॥ চোরে
নাহি চুরি করে দানে নাহি ক্রয় ॥ এতরূপ বিদ্যারত
সর্বের প্রধান ॥ নাহি অন্য কোন জ্ঞান বিদ্যার সমান ॥
অন্যভাবে জন হয় পশুমধ্যে গণ্য ॥ কোন জন নাহি
করে সঙ্গে জনে মান্য ॥ বিদ্যাই ভোগ আর সুভ কাণ্ডি
হয় ॥ যে পদার্থে শুরু বলে শুরু মহাশয় ॥ বিদেশ গমনে
বিদ্যা হয় মহা মিত্র ॥ বিদ্যাই অমূল্য নিমি সর্ব পূজ্য
পাত্র ॥ যথা চাণক্য ॥

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈবতুল্যং কদাচনং । স্বদেশে
পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে ॥

৩৫ প্রমাণ ।

যেলিয়া বসুর হাটী সুবিখ্যাত নামে ।
রাজা রাধাকান্ত দেব অর্পানন্ত্র গ্রীষ্মে ॥
বিদ্যা বৃদ্ধি জন্য কতিপয় ভদ্রজনে ।
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তৎস্থানে ॥
সম্মতি পরীক্ষা কালে সর্ব ছাত্রগণে ।
দিয়াছেন পুরস্কার উৎসাহ কারণে ॥

অতএব তাঁহারাই ধন্য এসংসারে ।
 কীর্তি বলে হইবেন সারণীয় পারে ॥
 প্রিনাথ মৈত্রয় তৎ প্রথম শিক্ষক ।
 সৰ্ব্ব গুণে গুণান্বিত বিজ্ঞ বিচারক ॥
 দ্বিতীয় শিক্ষক নাম প্রিয়নাথ মিত্র ।
 কোন জন সঙ্গে যার নাহিক অমিত্র ॥
 অতএব বিদ্যা ধর্ম উৎসাহ কারণ ।
 কেদার প্রিয়নাথ চটে হন ধন্য জন ॥
 শ্যামাচরণ মৈত্রয় তৎস্থান সাধু জন ।
 ইউন চিরজীবি বিদ্যার উন্নতি কারণ ॥
 বিদ্যা দান পূণ্য বলে এই সৰ্ব্ব জনে ।
 স্থান পাইবেন অনন্ত জৈশ্বর চরণে ॥
 দশবিধ ধর্ম ধর্ম বর্ণন করিয়া ।
 কহিলেন অতিপার শুন মন দিগ্ধা ॥
 দশবিধ ধর্ম মতে কর যদি কদা ।
 এ সংসারে হবে সুখি না হবে অশর্ম ॥

অথাখিল ধর্ম তত্ত্বম্ শ্রদ্ধা সঙ্কটো তো গুরুঃ
 প্রণম্যাহতঃ । ভো গুরো, তাগারো মনুনযাব ।
 ইহখলুজগতি বালা পরিণয়ো যুক্তঃ কিন্নরঃ
 তৎসৰ্বং বিস্তারেন শ্রোতুমিচ্ছাবঃ ।
 দশবিধ ধর্ম তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ।
 আনন্দেতে দৌহে গুরু পদে প্রণামিয়া ॥
 কহিলেন কহ গুরো করি অনুক্রোষ ।
 বালা পরিণয় অথার গুণ আর দোষ ॥
 অধুনা ইচ্ছুক মোরা করিতে শ্রবণ ।
 অতএবাগুণ কর সৰ্ব্ব বিবরণ ॥

অথ তদবচনম্ শ্রদ্ধা মে তাং । অরখীয়তাং তাং ।

কহেন অতিপর শুনি উভয় বচন ।

অবগত হও তবে করিয়া শ্রবণ ॥

পরোহপি হিতবান্ বন্ধু বন্ধুতপাহিতঃপরঃ ।

২ । অহিতো দেহজোহ্যাপি হিত মারণ্য মোক্ষপরঃ ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী । অতীতের করিদারে, মনানন্দ নাশি
বারে, বাস্য পরিণয় হিতার্থিত । করিব সঙ্গ বর্জন,
উভয়েতে দিয়া মন, হও প্রদণাতরে অধীত ॥

আদৌ বিশ্বের নিয়ম বিবরণ

জগতের হিতকাটি, নিখিল-সৃজন করি, জগজ্জনে
করেন পালন । বাঞ্ছা করি সর্বহিত, সর্বদেব নিয়মিত,
করে জীবে করেন শাসন ॥ অগ্রে হিতার্থিত জ্ঞান,
করিয়া জীবে প্রদান, পরীক্ষা করিতে সর্বজনে । শিষ্টতমি
উপদেশ, করিলেন পরিবেশন, হবে সুখ নিয়ম পালনে ॥
অসাপরাধিল ক্রিয়া, নিয়মেতে মন দিয়া, কর জীব
হও অধীগত । অনিয়ত আচরণে, অত্যাধীত অনুক্রমে,
যটিবে অগত্যা বিধিমত ॥ নিয়ম তদনুসারে, জীবগণ
পূজা করে, অচল কীলার অঙ্গীমুখ । অনাগা করিয়া মন,
সর্বজন সর্বজন, মনাস্তরে মহাপরাধীমুখ ॥ অনপর অতি
প্রায়, সবে করি পরিণয়, জীব সংখ্যা করিবে উন্নতি ।
কভু তাঁর ইচ্ছানয়, জীবগণাশীব হয়, করেন অঙ্ক নিখিল
দুর্মাতি ॥ যজ্ঞ করি জীব অঙ্ক, বিস্তার করিয়া অঙ্ক,
করেন সবে অভয় প্রদান । অতএব তত্ত্বজনে, ধ্যান
জ্ঞানে মনে, অনুক্রমে হও যত্ববান ॥ শ্রী পুরুষ সৃজন

করে, সৃষ্টি বৃদ্ধি করিবারে, করি যুগ্য সৎকার হিত ।
অতিবেল উপদেশ, করিলেন পরিণেশ, কর পরিণয়
নিয়মিত ॥



নিয়মের বিরুদ্ধাচরণে যত্ননা ।

সদে ভবে দেখ মনে, এমত হিতৈষি জনে, কেন
করিবেন অনীত । নিবীৰ্য্য অতুর সুত, নিয়মের বহি
ভূত, হলে হবে হয়েছে বিদিত ॥ বিনা সৰ্ব্ব সুলক্ষণ,
বীজ করিলে বপন, তার তরু হয় তেজহীন । সেই রূপ
বালাকালে, বিবাহেতে ছেলে হলে, হয় সেই ছেলে অতি
ক্ষীণ ॥ কালে হলে পরিণয়, বীৰ্য্যবন্ত ছেলে হয়, দীঘ
জীবি সৰ্ব্বসুলক্ষণ । যে হেতুক নিয়মিত, আচরণে হয়
হিত, তজ্জন্য হয় এ ঘটন ॥ যেই জন অকারণ, অনাযত
আচরণ, বাঞ্ছা করিবেন করিবারে । অবিরত সেইজন,
অনীতি মতি কারণ, অনঙ্গকে কুল ভোগ করে ॥ ভবে
দেখ কি কারণ, অল্পকালে জীবগণ, কালগ্রামে হয়েন
পতন । নিয়মেরাতিত কর্ম, অল্পকালে মৃতি মর্ম, অবগত
হও সৰ্ব্বজন ॥ নিয়ম পালনে সুখ, লঙ্ঘনে ঘটবে দুঃখ,
এই উপদেশ রেখ মনে । যতনেতে এই মত, পালন কর
সতত । হবে মহা সুখি সৰ্ব্বক্ষণে ॥ যদি নিয়মেতে মন,
দিয়া কর্ম নিষ্পাদন, জীবগণ করেন সতত । অবশ্য
সুখাশ্বাদন, করিবেন অনুক্ষণ, অনধরের এই মত ॥

অথাদৌ দুহিতার পরিণয়ের দোষ গুণ বিচার ।

অধুনা অনন্তোপরি, যত্র নেত্রপাত করি, হেরি নানা
বিধ চমৎকার । ঠেসসব অঙ্গজাগণে, বালা পরিণয় দানে,
অস্বদেশীয় দেশাচার ॥ অর্ঘ্যমেতে গোদীদান, যে করে

সে পুণ্যবান, অনুমান করে সর্বজনে । তবাক্ষম হৃদয়ঃময়,
অর্থনা জানিয়া তুমি, পরিপূর্ণ হয় সর্বমানে ॥ যমাক্ষম
হৃদয়ঃ তব, ভেদে বিপরীত ভাব, শুভস্য শীঘ্র উচ্চারণে ।
হয়ে সনে তুমি তুমি, পাঠ করি বড়মন্ত্র, মহোৎসব করেন
স্বজনে ॥ এ রূপ অকৃত্যমোদে, যজ্ঞ হয়ে পদ পদে,
সম্মদে না ভাবে অত্যাচার, তনয়া পতি নিহীনা, হইলে
বহু হাতন, ভোগ হেরি হয়েন অপাত ॥

দেশাচারের দোষ,

দুরাচার দেশাচার, কি কারণ দুহিতার, নাল্য পতি
হয়ে দেও যত । হইলে পতি নিহীনা, দেখেও তারে দেখ
ন, দেও তারে কুশ বিধিযত ॥ একাদশী অনাথার, তৎ
ক্ষণাৎ তদপ্রতি, কর কোন কারনে পানি, নিহীনে
সে যজ্ঞনা, কার না হয় কর, বিদীপ হয় পানি অস্তর ॥
তবপরে দিয়া তুলে, লগ্ন পরে টেকখুলে, টেক দয়া কর সে
কালেতে । কেন দেশপ্রিয়পাত্র, হয়ে সর্বজনামিত,
কর চেষ্টা দেশ টা ডুপাইতে ॥ একাদশী অনাথার,
অবিতথ আবিষ্কার, কর দেখ দর্শক মৃগুনি । বেদাদি
শাস্ত্রের মতে, নাহি মিলে কোন মতে, অতএব এই কলি
বলি ॥ ত্বাতে ত্যাজ্যে প্রাণ, না করে জীবন দান,
দেশাচার আচ্ছাদিত হইবে । সুসভ্য শীঘ্র বানি, সে
সময় নাহি শুনি, হজন কদম্ব মরে ভয়ে ॥ অদ্বিত ভীত
মবে, পাছে কুলে কালি দিবে, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি মহাকারে ।
যদি হয় বাভিচারি, সতিতাতা পরিহরি, রটবে কলক
ত্রিসংসারে ॥ এতক্ষণ ভাবনা, সদা পিতা মাতা হয়,
ভাবে কন্যা হইলে অনাথা । কিন্তু কালে পরিণয়, দিলে
এতাদৃশ ভয়, বোধ হয় সর্বকথ্য ॥ তৎকালে দুহিতার

হইয়া জ্ঞান সঞ্চার, হয় অরা পুঙ্খ নন লাভ, হইলে
 বিপদাপরে, সম্মান বদন হেরে, হয় সর্ব দক্ষাতি অভাব ॥
 সতত সত পালনে, অবিদিত হয়ে মান, নাহি ভাবে
 অন্যান্য ভানন, একাদশী, অকাল, অবলম্ব্য ক্রমে
 সহ্যে, জীবনাগে না পায় শান্তি ॥ ১১ ॥ পালকালে,
 যদি পরিণয় দিলে, হয় নিয়মের বিপরীত, তবেও
 নহে উচিত, হতে পারে অত্যাচার, এত দোষে অনয়ে
 অশীত ॥

অর্থ তনয়ের বালা পরিণয়ের দোষ :

উপদী। বিজাতি প্রলয় যুল, জাতি ২০০০ স্তম্ভ
 যেন নাহি হয় ভুল, পুঙ্খ নন মানের পক্ষেতে পিতল ॥
 আনয় বিস্তার করে, সংসার জলধি নীড়ে, বীনগণে বিন-
 বাড়ে, তাতে দেয় খাদ্য লোভাকর ॥ কাহার নাহি ক-
 হা, কি অবিকল কি বিদ্যান, দুর্জয় বা বলমান, সমস্তানে
 হয় আকরণ! চুচক অনুর প্রাণ, পুঙ্খ নন আনন ওয়,
 সঙ্কলনের সময়, করে মায়া রজ্জুতে বন্ধন ॥ অতএব
 সে আনয়ে, সদা পিতা মাতা হইয়ে, নিষ্কলন করে তনয়ে,
 না ভাদেন বিদ্যা লাভোপায়। অনন্তর সেই পুঙ্খ, হয়
 মহাদুঃখ সূত্র, হয়ে সর্বজনামিত্র, বিদ্যা দিন হয়
 অগ্নি প্রায় ॥ বিদ্যা বিহীন যে জন, সে জন জীবন নন,
 সর্বত্র অকারণ এই রূপ আছয়ে বচন। যদি বালা
 পরিণয়ে, তনয়ানভিজ হয়ে, তবেও উচিত নহে, যমযত
 করহ অবন ॥

ଅମୃତାୟୁଧି ଶ୍ରେୟ ଉପସଂହାର :

ସୁନିମର୍ତ୍ତ ତରୁ ଶୁକ୍ଳପଦ ପ୍ରଣାମିୟା ।
 କହିଲେନ ଶୁଭେ ଗୁଣଃ କରୁଣା କରିୟା ॥
 ନିୟମ ନିରୁହ ଚାରେ ଦୃଷ୍ଟେ ସେ ଶୁଭା ।
 ଭାଦାନ କରୁ ହିତୁ ଅମାନ ଅଧୁନା ॥
 ଅତିପର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଉଭୟ ନଚନ ।
 କହିଲେନ ହିନ ପୂର୍ବେ ଅଧର ରାଜନ ॥
 ଶିଶୁରେର କୃପା ନଳେ ପାହିବା ତନୟ ।
 କାର୍ଯ୍ୟାଦାମ ନାମ ହାତେ କାଳେ କରି ଭୟ ।
 ଯାବ ଉତିହାସେ ଇହା ଚିତ୍ତେ ପ୍ରମାଣ ।
 କିନ୍ତୁ ଅଦାକାରି ହିଲ ଦିନା ଅମାନ
 ଆଗତ ଦିବସେ ତାହା କରିବ ନେମ ।
 ଅଦା ଉପଦେଶ ଶେଷ ହିଲ ଏଥନ ।

ଅଥ ଅମୃତାୟୁଧି ଶ୍ରେୟ

ସମାପ୍ତ ।

ଅତିଦ୍ରାଘ ଅମୃତାୟୁଧି ଅଥାଂ (ଅମରାଦିତ) ରାଜାର
 ଉପାଧାନ ସଂଗଠିତ ହିବେକ ।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଦେବର ଯୋଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକାଶିତ ଓ ମୁଦ୍ରାଦିତ ହିଲ ।

অথ গ্রন্থ কর্তার দ্বীয় পরিচয় ।

রাধবপুর * নামে গ্রামে হয় মম ধাম ।
যথাকার মঠের দৃশ্য অভিরাম ॥
অমদা প্রসাদ মুখো মম পিতামহ ।
যেই জন প্রতি ছিল নান বিদ্যা সহ ॥
পন্য মান্য গণ্য পূণ্যবান মম পিতা ।
সুখকাল মুখো পাশ্চাত্য দয়ার জনিতা ॥
মম সমুভক্তির নাম অক্ষয়কুমার ।
যাহার কপালে আমি দাশ্য অনিন্দার ॥
মমা গৃহের ব্রজলাল মুখো পাশ্চাত্য নাম ।
যাহার চরণে করি অসংখ্য পদাম ॥
কনিষ্ঠ অনুজ খ্যাত বিপীন নামেতে ।
ইউন চিরজীবি যিনি জৈষ্ঠর কপালেতে ॥
আমি দীনদীন হরি অমৃতলাল নাম ।
বিদ্যা বুদ্ধি ভাগ্য সবে মম প্রতি দাম ॥
চন্দ্রমোহন নামে ভট্টাচার্য্য মহাযেতে ।
হইয়াছি প্রভু এই গ্রন্থ রচিত ॥
ডেবিড হোয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে ।
হই আমি ছাত্রা সনিয়ারি শ্রীদ্বয়ে ॥
গিরীশ জানকীনাথ অভয়চরণ ।
যদু রণনাথ কালী উপেন্দ্রনারায়ণ ॥
স্বারিক বনমালি রামলালোমাচরণ ।
নবীন নন্দলাল আদি সর্ব মিত্রগণ ॥
আদেশ ও উপদেশ করিয়া আশায় ।
এই অমৃতামুখি গ্রন্থ রচায় ॥

* এক্ষণে মুচাগাহানামে বিখ্যাত হইয়াছে । একদা
গ্রাম দক্ষ হওয়ায় সকলে তত্রস্থ শুভশুভিষা নদীর নিকট
এক মুচাগাহতলার বাস করায় ঐ নাম হইয়াছে ।

